দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 28/11/80 ...
পৃষ্ঠা ... 5 কলাম 4 ...

063

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মঞ্জুরী চাই

গাইবান্ধা থানার অন্তর্গত দক্ষিণ ঘাগোয়া গ্রামে দক্ষিণ ঘাগোয়া ইসলামিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয় নামে একটি বিদ্যালয় আজ থেকে তিন বছর যাবৎ স্থানীয় গরীব জনসাধারণের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়ে তাদেরই সক্রিয় সাহায্য-সহযোগিতায় চলে আসছে। মাদ্রাসা সংলগ্ন এ বিদ্যালয়টিতে আশপাশের জনবসতি থেকে প্রচুর ছেলেমেয়ে বিদ্যার্জনের জন্যে আগমন করে। এর ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বর্তমানে তিন শতাধিক। শিক্ষাদানের কাজে যোগ্য শিক্ষকের পাশাপাশি উপযুক্ত অভিজ্ঞতার অধিকারিণী শিক্ষিকাও রয়েছেন। থানা ও মহকুমা পর্যায়ে স্কুলের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র অনেক আগে জমা দেয়া হয়েছে। রংপুর জেলা শিক্ষা অফিসে কয়েকবার গিয়ে মঞ্জুরী ও সরকারী অনুমোদনের জন্য যথাবিহিত প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। কিন্তু জেলা শিক্ষা কর্মকর্তাদের সুদৃষ্টি আজাবধি পরিলক্ষিত হচ্ছে না। বিদ্যালয়টির প্রতিষ্ঠাতা দরিদ্র জনগণ। পরিচালনার জন্য একটি কমিটিও রয়েছে। শিক্ষকরা বলতে গেলে বিনা বেতনে এতকাল শিক্ষাদান করে আসছেন। কিন্তু পারিশ্রমিকবিহীন কতকাল আর এ মহান ব্রত (?) পালন অব্যাহত রাখা যায়?

সরকারের উচ্চতম পর্যায়ে অসংখ্যবার শিক্ষা সম্প্রসারণ ও প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের কথা শোনা গেছে। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, দক্ষিণ ঘাগোয়া ইসলামিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়টিকে সরকারের মঞ্জুরীর তালিকায় স্থান দেবার জন্যে বহুভাবে চেষ্টা করেও সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তাদের সুদৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়নি।

নিরক্ষরতা দূরীকরণের লক্ষ্যে গৃহীতব্য সরকারের দ্বিতীয় বিপ্লবের সূচনার প্রস্তুতিলগ্নে তাই আবেদন জানাই, দক্ষিণ ঘাগোয়া ইসলামিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়টিকে যথাযথ মঞ্জুরী প্রদান করে ঘাঘট পাড়ের গরীব নাগরিকদের বিদ্যোৎসাহকে স্বীকৃতি ও পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করা হোক।

মশিউর রহমান,
স্পোর্টস সেক্রেটারী,
গাইবান্ধা সমিতি, ঢাকা।